

**২০১০-১১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত**

**সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

**ev¯—evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM (AvBGgBwW)**

cwiKíbv gš¿Yvjq

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

**২০১০-১১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত**

**সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের**

**মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

**211wU mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`b**

**gyLeÜ**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনার নিমিত্তে সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। এছাড়াও এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনার অংশ হিসেবে আইএমইডি নিয়মিতভাবে প্রতি অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন করে থাকে। ইতোমধ্যে সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নের কার্যক্রম হিসাবে ২০১০-১১ অর্থ বছরে সরকারের ৪২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সমাপ্ত ঘোষিত ২১১টি প্রকল্প পরিদর্শনপূর্বক সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এসকল সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নসমূহ সংগৃহীত এবং সংকলিত করার প্রয়াস নিয়েই এই সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত প্রতিটি প্রকল্পের বাস্তবায়নকালীন সমস্যা ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে, তা ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২০১০-১১ অর্থ বছরের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এর নির্বাহী সার-সংক্ষেপটি। প্রথমবারের মত, নির্বাহী সার-সংক্ষেপটি তে এডিপি সেক্টরসমূহের আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে, ২০১০-১১ অর্থ বছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ উক্ত অর্থবছরের এডিপি-এর আলোকে পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে। এছাড়াও বরাবরের মত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ সংযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে, প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক কাযর্ক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। সার্বিকভাবে এই প্রতিবেদন থেকে এডিপি বাস্তবায়নের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সামষ্টিক, মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক এবং প্রকল্পওয়ারী পর্যালোচনা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন সম্ভব হতো না। এই কারণে আমি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সরকারেরে সকল পর্যায়ের নিরলস পরিশ্রম এবং সহযোগিতার কারণেই আইএমইডি নিয়মিতভাবে সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ অন্যান্য সকল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্ষম হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত: বলা যায় যে, সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নকালে প্রতিটি প্রকল্পের Project Completion Report (PCR) পর্যালোচনা একটি অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ মূল্যায়ন পদ্ধতি। সরকারী বিধিমোতাবেক প্রকল্প সমাপ্ত হবার পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে PCR প্রণয়ন করে আইএমইডি-তে প্রেরণ করার কথা । PCR প্রাপ্তির পর আইএমইডি তা পর্যালোচনাপূর্বক আরো অন্যান্য মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিটি প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রণয়ন করে থাকে। অর্থাৎ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনেকাংশে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক যথাসময়ে প্রেরিত PCR উপর নির্ভরশীল। অনেক সময়ে বিলম্বিত PCR প্রাপ্তির কারণে আইএমইডি কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়ে উঠেনা। ২০১০-১১ অর্থ বছরের সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন কালেও আইএমইডি বিলম্ব PCR প্রাপ্তি এবং কোন কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে PCR অপ্রাপ্তির কারনে নির্ধারিত সময়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। এতদসত্বেও PCR না পাবার কারনে এই প্রতিবেদনে পাঁচটি প্রকল্প মূল্যায়ন (প্রকল্প তালিকা মূল প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ন: ৯-তে সন্নিবেশিত করা হয়েছে) সম্ভব হয়নি। এ কারনে আইএমইডি আন্তরিকভাবে দু:খ প্রকাশ করছে। এ ক্ষেত্রে এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরবর্তী অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনকালে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের `vwjwjK প্রমাণ হিসেবে এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথেষ্ট গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। এযাবৎ কালীন গৃহীত উদ্যোগের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে প্রতিবেদনটি ভবিষ্যতে গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি ‘বেইজ লাইন’ তথ্য ভান্ডার হিসাবে কাজ করবে। অপরদিকে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক, শিক্ষামূলক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ‘সেকেন্ডারী তথ্য’ উৎস হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করছি। সর্বোপরি, এ প্রতিবেদনটি ভবিষ্যত প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তাদের প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রাক্কলন নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে, এ প্রতিবেদন প্রণয়নকালে আইএমইডি-এর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণদের নিরলস পরিশ্রম আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। আইএমইডি-তে কর্মরত আমার সহকর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা, Hকান্তিক প্রচেষ্টায় এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা নি:সন্দেহে প্রশংসা ও সাফল্যের সম অংশীদার।

প্রতিবেদনটির মানোন্নয়ন এবং এটিকে আরো সার্থক, সাবলীল ও সহজবোধ্য করার ব্যাপারে কোন গঠনমূলক পরামর্শ থাকলে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| তারিখ: | ২৪ মাঘ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ |  | (মো: মোজাম্মেল হক খান) |
|  | ০৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ খ্রি. |  | সচিব |